যুগান্তর
তারিখ ঃ
পৃঃ ৫ কলাম
AUG 19 2002

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় : সাফল্যের চার দশক

মোঃ জাহেদুল আলম রুবেল

উদ্ভাসিত সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ৪১ বছরের মাইলফলক স্পর্শ করল দেশীয় কৃষি শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাঙ্গন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬১ সালের এই দিনে (১৮ আগস্ট) কৃষি ও কৃষি বিজ্ঞানের সব শাখায় উচ্চতর শিক্ষা এবং গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির প্রয়াসে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের কোলজুড়ে শুরু হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পথচলা। সেই সুদূর অতীত থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক কার্যক্রম এগিয়ে চলছে উত্তাল স্রোতধারায়। রাজধানী ঢাকা থেকে ১২০ কিলোমিটার এবং ময়মনসিংহ শহর থেকে ৪ কিলোমিটার দক্ষিণে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম তীরে সবুজের সমারোহে প্রায় ১২ একর এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই কৃষি নগরীটি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গহ্বরেই অবস্থান করছে দেশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান– বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট।

১৯৬১ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ভেটেরিনারি এবং কৃষি অনুষদের মাধ্যমে। সময়ের পালাক্রমে একে একে সংযুক্ত হয়েছে পশু পালন, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান, কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি এবং মাৎস্য বিজ্ঞান অনুষদ নামের আরও চারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অনুষদ। ছয়টি অনুষদের অভ্যন্তরে রয়েছে ৪১টি বিভাগ। শুরুতে ছিলেন ৩০ জন শিক্ষক, এখন সেই সংখ্যা ৪৩৬-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মাত্র ৪৪৪ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়টির বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা পাঁচ হাজার ১৮২ জন। অধ্যয়নরত ছাত্র ও ছাত্রীর শতকরা হার যথাক্রমে– ৮২.৫ ও ১৭.৫। বিগত চার দশকে এই বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম দিয়েছে ১৬ হাজার ৩৭৪ জন গ্র্যাজুয়েট।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে যেসব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে : বাউ-৬৩ ও বাউ-১৬ জাতের উচ্চফলনশীল ধান, সম্পদ ও সম্বল নামের দুটি সরিষার জাত, ব্র্যাগ, ডেভিস ও সোহাগন নামে সয়াবিনের তিনটি উন্নতজাত, কমলা সুন্দরী ও তৃপ্তি নামের মিষ্টি আলুর দুটি উন্নতজাত, জীবাণু সার উৎপাদন প্রযুক্তি, কলা উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি, লতিরাজ, বিলাসী ও দৌলতপুরী নামে মুখী কচুর তিনটি উন্নত জাত, মাটির গুণাগুণ পরীক্ষার সহজ পদ্ধতি, ধানের ক্ষেতে মাছ ও চিংড়ি চাষ, আফ্রিকান ধৈঞ্চার সহজ প্রজনন ও এর বহুবিধ ব্যবহার, গ্রামের বসতবাড়িতে চরে খাওয়া অবস্থায় উন্নতজাতের হাঁস ও মুরগি পালন, বীজ ও সার ছিটানোর যন্ত্র, সোলার ড্রায়ার, সেচনালা তৈরির প্রযুক্তি, মাগুর ও শিং মাছের কৃত্রিম প্রজনন, ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ, কার্প জাতীয় মাছের খাদ্য তৈরির সহজ পদ্ধতি, পাটের আঁশ থেকে কাগজের মণ্ড তৈরি ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব প্রযুক্তি সরাসরি কৃষকের হাতে পৌঁছে দিতে গড়ে তোলা হয়েছে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো। যার নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ কেন্দ্র (বাউএক)।

দেশের ঐতিহ্যবাহী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত ১৬ জন সুযোগ্য প্রফেসর উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে প্রফেসর মু. মুস্তাফিজুর রহমান উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমান উপাচার্যের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৪১ বছরের মাথায় ইউএনডিপির সাসটেইনেবল নেটওয়ার্কের ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় ইন্টারনেটের খোলসে আবৃত হচ্ছে কৃষি নগরীটি। খোলা হয়েছে কম্পিউটার ও ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ ল্যাব, শিগগির আলোর মুখ দেখার জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স, বায়োটেকনোলজি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগসহ ২৫ শয্যাবিশিষ্ট অত্যাধুনিক হাসপাতাল, কৃষি মিউজিয়াম, কেন্দ্রীয় ল্যাবরেটরি এবং কমিউনিটি হল।

এক সময় সন্ত্রাস ও সেশন জটের জন্য বাকৃবির ছিল দেশজোড়া খ্যাতি। দীর্ঘদিন যাবৎ ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের ভয়াবহতার নোঙর না পড়ায় ভেঙে পড়েছে সেশনজটের অট্টালিকা। বহু দিনের পর্বতসম সেশনজট মিশে গেছে মাটির সমান্তরালে। দেশের অপরাপর সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দুঃসংবাদের ছড়াছড়ির ভিড়ে বাকৃবি ক্যাম্পাসের অন্যতম সুখবর হচ্ছে ছয়টি অনুষদের কোনটিতেই এখন আর সেশনজটের রাহুগ্রাস নেই। এছাড়া টানা ছয় বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে এক মুহূর্তের জন্যও তালা পড়েনি। আগের দিনগুলোতে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীই সেশনজটের পায়ের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। সন্ত্রাস কমে যাওয়ায় ছয়টি অনুষদ ফিরে পেয়েছে তার হারানো গতি। চাঞ্চল্য বেড়েছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও সাহস পেয়েছে স্নাতক পর্যায়ে সেমিস্টার কোর্স ক্রেডিট পদ্ধতি চালু করার। চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে সেমিস্টার চালু হয়েছে ছয়টি অনুষদে।

মোঃ জাহেদুল আলম রুবেল : *যুগান্তরের*